৩ই আগষ্ট, ২০২১

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা

সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং উত্তর

১.বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের অবস্থান কী?

নিরাপদে ও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর রোহিঙ্গাদের আগমনের প্রভাব কমাতেও বিশ্বব্যাংক সহায়তা করছে।

২.বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে কি পরিমাণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

বিশ্বব্যাংক কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী, পানি ও পয়োনিষ্কাশন, জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর সড়কসহ মৌলিক অবকাঠামো, সৌরবাতি ও দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য বাংলাদেশকে ৫৯০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ।

এছাড়া কক্সবাজারে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং উন্নয়ন অগ্রাধিকার অনুধাবণে বিশ্বব্যাংকের গবেষণা ও বিশ্লেষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৩. এই সহায়তা অনুদান না কি ঋণ?

৫৯০ মিলিয়ন ডলারের পুরোটাই হলো অনুদান। এটি কোনো ঋণ নয়।

৪.শরণার্থী নীতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্য কী?

শরণার্থী নীতি পর্যালোচনার লক্ষ্য হলো শরণার্থী এবং তাদের আশ্রয় দেওয়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের কার্যকারিতা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা।

বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে বিশ্বব্যাংকের এমন ১৪টি সদস্য দেশের প্রত্যেকটিতে এই পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.শরণার্থী নীতি পর্যালোচনা কীভাবে করা হয়েছে?

শরণার্থী নীতি পর্যালোচনা কাঠামো অনুসরণ করে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) এই পর্যালোচনা করেছে। ইউএনএইচসিআর বিদ্যমান নীতিমালা, এর প্রয়োগ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ করেছে।

৬.শরণার্থী নীতি পর্যালোচনা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বাংলাদেশকে কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে?

না, এই পর্যালোচনা দেশ-ভিত্তিক কোনো সুপারিশ করেনি।